দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB 24 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সেবার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল

সুশীল সেন গুপ্ত ॥ বাংলাদেশের গ্রামীণ পর্যায়ে চিকিৎসা সেবার অন্যতম বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর থানার ভাগলপুর গ্রামে এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উন্নত ও সর্বাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্তব্যবোধ ইতিমধ্যে হাসপাতালটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অগণিত রোগীদের নিকট প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিশিষ্ট শিল্পপতি, বিদ্যোসাহী, মরহুম আলহাজ্ব জহুরুল ইসলামের বিভিন্ন জনহিতকর কাজের মধ্যে তাঁহার নিজগ্রাম ভাগলপুরে স্থাপিত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল অন্যতম। জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। ৩ শত শয্যা বিশিষ্ট এই মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালটি চক্ষু, গাইনী, সাজারী, অর্থপেডিক্স, দন্ত, শিশু, চর্ম, নিওরোলজি ও মেডিসিনসহ সকল বিভাগেই অভিজ্ঞ অধ্যাপক-মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। হাসপাতালে ৫৫ জন ফুলটাইম ও ৪৫ জন খন্ডকালীন (ভিজিটিং) অধ্যাপক, ৩০ জন ইন্টার্ণী ডাক্তার বর্তমানে কর্মরত আছেন। ইসলাম গ্রুপের একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রয়াস জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজে ১৯৯১-৯২ অর্থ বৎসর হইতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ জামসেদ আলম এই প্রতিবেদক'কে জানান যে, এই কলেজে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। এই নিয়ম এখনও অব্যাহত আছে। ১৯৯৬ সাল হইতে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হইতে শুরু করিয়াছে। ঐ বছর ১০ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছিল। পরবর্তী বৎসরগুলিতে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে এই কলেজে সর্বমোট ২৭ জন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী এম বি বি এস কোর্সে পড়াশুনা করিতেছে। তন্মধ্যে নেপালের ২৪ জন, আমেরিকার ২ জন ও বৃটেনের ১ জন। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ১৯৯২ সালে প্রথম ব্যাচের মোট ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ১৯৯৭ সালে প্রথম এমবিবিএস ফাইন্যল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৬ জন পরীক্ষার্থীই কৃতকার্য হয়। ১৯৯৮ সালে ৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৭ জন কৃতকার্য হয়। শহর হইতে দূরে রাজনৈতিক বলয়মুক্ত থাকার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি অপেক্ষাকৃত মনযোগী। বর্তমানে এই মেডিক্যাল কলেজে প্রতি বৎসর ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির নির্ধারিত কোটা রহিয়াছে। আবাসন ব্যবস্থার কারণে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতেছে না বলিয়া জানা যায়।

হাসপাতাল সংলগ্ন এক মনোরম পরিবেশে নার্সিং ইনষ্টিটিউট অবস্থিত। সেখানে মেধা যাচাই করিয়া প্রতি বৎসর ৬০ জন নার্স প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি করা হয়। নার্সিং ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষা মেজর (অবঃ) ডালিয়া রহমান জানান, অনেক প্রশিক্ষণার্থী আগ্রহসহকারে ভর্তি হয়। কিন্তু পড়াশুনার চাপ ও নিয়মানুবর্তিতা সহ্য করিতে না পারিয়া ঝরিয়া পড়ে। হাসপাতালের অধিকাংশ নার্স ও সিষ্টাররা এই প্রতিষ্ঠান হইতে পাস করিয়া এখানেই কর্মরত আছেন। আন্তর্জাতিক সেবামূলক সংস্থা ভি ও এস (ভলানটারী সার্ভিসেস ওভারসীজ)-এর ২ জন প্রতিনিধি নীনা ভান এগমন্ড (হল্যান্ড) ও জেমস গ্রীণ (বৃটেন) নার্সদের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘ ৬ মাস যাবৎ কর্মরত আছেন। মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, তাহাদের সার্ভিস নার্সদের সেবার মান উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছে।

জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল

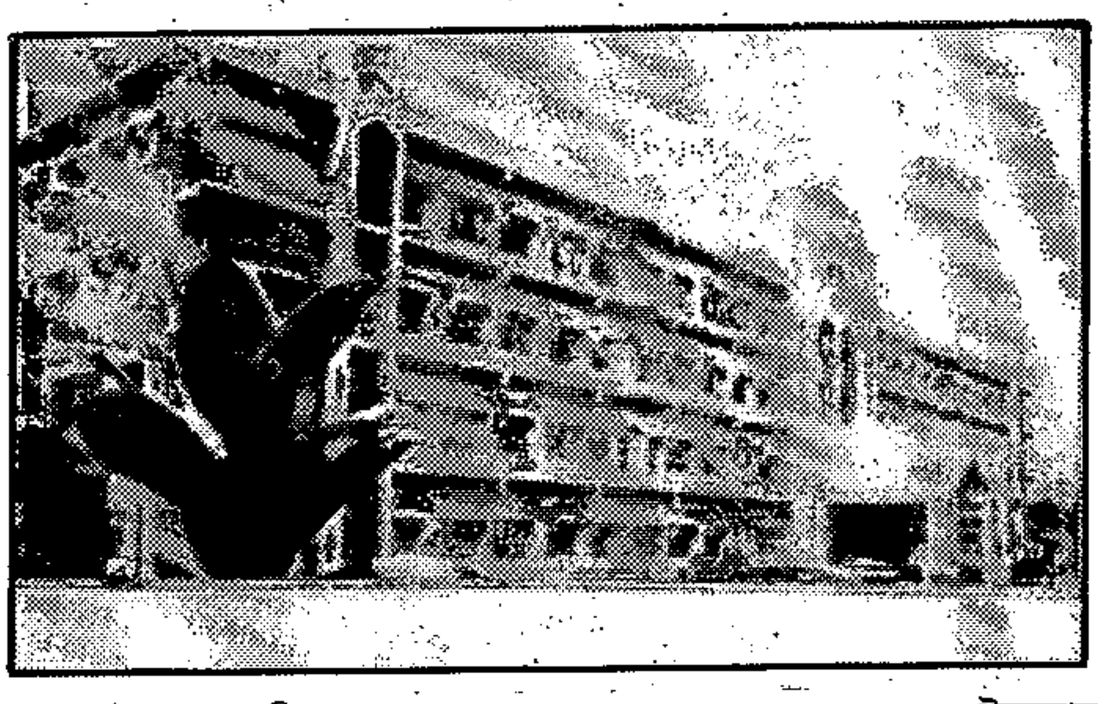

জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল —ইত্তেফাক

কর্তৃপক্ষ জানান, এই মেডিক্যাল কলেজ জনস্বার্থে ১৯৯৬ ও ১৯৯৮ সালে ২টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে ১৯৯৬ সালে "নিরাপদ মাতৃত্ব" নামে একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে কিশোরগঞ্জ জেলার ৬টি থানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা থানাগুলির গর্ভবতী মাতাদের সনাক্ত করিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত করেন। ফলে গর্ভবতী মায়েরা হাসপাতালের ধাত্রীদের সহায়তা নিয়া নিজ বাড়ীতেই সন্তান প্রসব করিতে পারেন। এই কর্মসূচী গ্রহণের ফলে গর্ভকালীন প্রাকপ্রসব জটিলতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। হাসপাতালের গাইনী বিভাগের উপর চাপ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে মহিলাদের "জরায়ু ক্যান্সার" (সারভাইক্যাল ক্যান্সার) নিরূপণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে বেশকিছু সংখ্যক রোগী পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা ও পরামর্শ দ্বারা সুস্থ করা সম্ভব হইবে বলিয়া জানা যায়। মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যয়ভার নির্বাহ করিতে বর্তমানে প্রতিমাসে ৪-৫ লক্ষ টাকা ভর্তুকি দিতে হইতেছে।

হাসপাতালে রোগীদের পরিবহনের জন্য ২টি এ্যাম্বুলেন্স রহিয়াছে। অবশিষ্ট ২টি লাইটেস গ্রামীণ কর্মসূচীসহ অন্যান্য কাজে নিয়োজিত থাকে। বৈদ্যুতিক সুবিধার জন্য কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে ২টি শক্তিশালী জেনারেটার স্থাপন করা হইয়াছে। পেইং বেডের এই হাসপাতালটির অন্যতম প্রধান সমস্যা যোগাযোগ ব্যবস্থা, রোগীদের আহার ও আত্মীয়-স্বজনদের বাসস্থান। ঢাকার সঙ্গে বাজিতপুরের (ভাগলপুর) সরাসরি কোন কোচ সার্ভিস নাই। ঢাকা ময়মনসিংহের মধ্যে একটি মাত্র আন্তনগর টেন (এগারসিন্ধু) সকাল-বিকাল যাতায়াত করে। ফলে বাহিরের রোগীদের পক্ষে হাসপাতালের চিকিৎসা গ্রহণ করা কষ্ট কর। হাসপাতালের একমাত্র ক্যান্টিন টি ছাত্র-শিক্ষক রোগী ও রোগীর অভিভাকদের আহার গ্রহণের একমাত্র ভরসা। এই ক্যান্টিনে রোগী নিয়া আগত বহিরাগতদের ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাহা ছাড়াও ক্যান্টিনের খাবারের মান ভাল নয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর অভিভাবকদের অবস্থানের সুবিধা আছে ঘোষণা দিয়া কর্তৃপক্ষ "ডরমিটরিতে" যে ব্যবস্থা রাখিয়াছেন তাহার ব্যয়বহুল। মধ্যবিত্তদের পক্ষে অবস্থান করা কষ্টকর হয়।

জানা যায়, ১৯৮৫ সালে ভাগলপুর গ্রামে জহুরুল ইসলাম তাহার পৈত্রিক বাড়ীতে একটি চক্ষু শিবির চালু করেন। চক্ষু শিবিরে আগত রোগীরা হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়া জহুরুল ইসলামের দোয়া করিত। দরিদ্র জনগোষ্ঠির এই করুণ দৃশ্য তাঁহার মনকে আন্দোলিত করে। তিনি মনে মনে একটি হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যাহার প্রকাশ ঘটে ১৯৮৬ সালে। হাসপাতালের প্রাথমিক কাজ হিসাবে জহুরুল ইসলামের বাড়ীতেই অস্থায়ী বর্হিবিভাগ শুরু করা হয়। সূচনা পর্বের একটি বৎসর অতিক্রম হইতে না হইতেই বহির্বিভাগটি বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিক করা হয। পরবর্তীতে উহা একটি পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালে রূপ নিতে থাকে। বর্তমানে জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালটিকে একটি কমপ্লেক্স এ রূপান্তরিত করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় ভবনাদি নির্মাণ ও সমপ্রসারণের কাজ চলিতেছে।

জহুরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল মরহুম জহুরুল ইসলামের একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। ইতিমধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান জন সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিতে পারিয়াছে। সরকার এই প্রতিষ্ঠানটিকে জনস্বার্থে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করিলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অল্প মূল্যে উন্নত চিকিৎসা সুবিধা লাভে সক্ষম হইবে।